রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) পাইলট

ইআইএস পাইলট

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) পাইলট (EIS Pilot) উদ্যোগ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির রূপরেখা নির্দেশ করে, যা শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে অধিকতর আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করার পাশাপাশি কারখানার ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে।

এর আওতায় কর্মক্ষেত্রে যদি কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ী ভাবে কর্মক্ষমতা হারান অথবা কোনো শ্রমিকের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটে সে সকল ক্ষেত্রে আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে যা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা লাঘব করতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করলেও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এখনও ঘটে চলেছে, যা সবচেয়ে নিরাপদ কারখানাগুলোকেও প্রভাবিত করছে। তাই বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষেত্রে আঘাতজনিত অক্ষমতা ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অক্ষম শ্রমিক ও মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ইআইএস পাইলট প্রতিষ্ঠা করেছে।

২০২২ সালের ২১ জুন ইআইএস পাইলট উদ্যোগ বা প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পটি আরম্ভের তারিখ হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রমিক বা তাঁর পরিবার সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত আনুমানিক ৪০ লক্ষ পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন বা মৃত্যুবরণ করেন তারা এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। প্রসঙ্গগত 'ইআইএস পাইলট' একটি পাইলট প্রকল্প এবং প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের মেয়াদ হলো যাত্রা শুরু থেকে তিন বছর। এর মেয়াদ পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইআইএস পাইলট তহবিল গঠন ও পরিচালনা প্রক্রিয়া

ইআইএস পাইলট এর মাধ্যমে শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল কতিপয় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত আর্থিক বরাদ্দ থেকে এসেছে। সরকার, মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ত্রিপক্ষীয় গভর্নেন্স বোর্ড ইআইএস পাইলট বাস্তবায়ন তদারকি এবং এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলের অধীনে, একটি বিশেষ ইউনিট ইআইএস পাইলটের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে।

তবে উল্লেখ্য যে, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য ইআইএস পাইলট উদ্যোগের সকল রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এই পুস্তিকাটিতে ইআইএস পাইলটের প্রক্রিয়া এবং মাসিক সুবিধা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে কীভাবে কারখানাগুলো সহায়তা করতে পারে তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। যা এই উদ্যোগের মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ইআইএস পাইলট উদ্যোগটি বাস্তবায়নে কারখানা কর্তৃপক্ষের করণীয়

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কারখানার স্বাভাবিক কাজের পরিবেশে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে শ্রমশক্তি এবং কর্মক্ষেত্রের নৈতিকতার উপর দুর্ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব, উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের (যেমন বায়ার) সম্ভাব্য ক্ষতি। ইআইএস পাইলট উদ্যোগের সাফল্য নিশ্চিত করতে পোশাক শিল্প কারখানার মালিক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারখানা কর্তৃপক্ষ ইআইএস পাইলট থেকে শ্রমিক বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিম্ন বর্ণিত উপায়ে সহায়তা করবে:

- কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অনলাইন লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA application) এর OSH মডিউল এর মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)-কে কর্মক্ষেত্রের যেকোনো দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদান করবে (এ সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য DIFE-এর ওয়েবসাইট দেখুন (https://lima.dife.gov.bd/) বা নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।)

- কারখানায় সরবরাহকৃত যোগাযোগ উপকরণের মাধ্যমে (লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধার পাশাপাশি ইআইএস পাইলট এর আওতায় প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করবে।
- সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের (অক্ষম শ্রমিক কিংবা মৃত শ্রমিকের নির্ভরশীলগণ) কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির পাশাপাশি ইআইএস পাইলটের সুবিধা দ্রুত প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ) এর সহায়তায় নির্ধারিত আবেদন ফর্মের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধার জন্য আবেদন করতে সহায়তা করবে।
- কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করতে শ্রমিক অথবা মৃত শ্রমিকের পোষ্যদের (শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীল) সহায়তা করবে।
- কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কেন্দ্রীয় তহবিলের অধীনে বিদ্যমান সুবিধা এবং ইআইএস পাইলট উদ্যোগের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ সুবিধাসমূহ

বিদ্যমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় তহবিল

কেন্দ্রীয় তহবিল স্থায়ী অক্ষমতা এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের ফলে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে দুর্ঘটনাজনিত বা স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এককালীন অর্থ প্রদান করে।

এ সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য, কেন্দ্রীয় তহবিল বা সেন্ট্রাল ফান্ডের ওয়েবসাইট দেখুন (centralfund.gov.bd) বা নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

ইআইএস পাইলট উদ্যোগের অধীনে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ

ইআইএস পাইলট উদ্যোগের অধীনে প্রদত্ত সুবিধা আইএলও এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি বেনিফিট কনভেনশন, ১৯৬৪ (নং ১২১) এর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সুবিধা কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতায় এককালীন প্রদত্ত সুবিধার **অতিরিক্ত হিসেবে মাসিক ভিত্তিতে** প্রদান করা হবে।

ইআইএস পাইলটের অধীনে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত শ্রমিকের মজুরি এবং পোষ্যদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও পোষ্যদের বয়সের সাথে সম্পর্কিত। **এক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি হল কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বের সর্বশেষ মাসিক (ওভারটাইম ও বোনাস ব্যতীত) মোট মজুরি (মূল মজুরি, আবাসন, চিকিৎসা, খাদ্য এবং পরিবহনের জন্য ভাতা)।**

ইআইএস পাইলট থেকে যারা অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে ক্ষতিপূরণ পাবেন

২১ জুন, ২০২২ তারিখের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের কারণে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়া শ্রমিক অথবা মৃত শ্রমিকদের পোষ্য ইআইএস পাইলট থেকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ, এই তারিখের পূর্বের কোনো দুর্ঘটনা ইআইএস পাইলট সুবিধার আওতায় পড়বে না। এছাড়াও, কোনো শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যু ইআইএস পাইলট থেকে সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

কেন্দ্রীয় তহবিল এবং ইআইএস পাইলট উদ্যোগ থেকে সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য আবেদন পদ্ধতি

- ইআইএস পাইলটের আওতাধীন অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে কোনো আলাদা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে না।
- কোনো শ্রমিক স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তিনি অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাঁর পোষ্যগণ কারখানার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান করবে। কেন্দ্রীয় তহবিল এবং ইআইএস পাইলট উভয়ের জন্য, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় তহবিলের নির্ধারিত ফরম পুরণ করে কারখানার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করবেন।
- এরপর কারখানা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের সহায়তা করবে, আবেদন যাচাই করবে এবং নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করবে।
- ইআইএস পাইলট গভর্নেন্স বোর্ড বা সাব-কমিটি কোনো অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের অনুমোদন দিলে নোটিশ অব এওয়ার্ড প্রস্তত করে স্থায়ীভাবে অক্ষম বা মৃত শ্রমিকের পোষ্যগণের কাছে নোটিশ বা চিঠিটি পাঠানো হবে এবং টেলিফোনে ব্যাখ্যা করা হবে।

- কেন্দ্রীয় তহবিলের ফরমগুলো ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বা নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করার মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করা যাবে।

Central Fund: Application Forms

- ইআইএস পাইলট স্পেসাল ইউনিট এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় তহবিলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইআইএস স্পেসাল ইউনিটের ইমেইল: specialunit@eis-pilot-bd.org
- শুধুমাত্র কর্তব্যরত অবস্থায়/কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর ক্ষেত্রে পোষ্য প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত একটি ফরম পূরণ করে আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। (পোষ্য সনাক্তকরণ/ওয়ারিশান সনদের নমুনা - পৃষ্ঠা নং ৭)

চিত্রঃ আবেদন থেকে শুরু করে ক্ষতিপূরণ প্রদান পর্যন্ত প্রক্রিয়ায় ধাপ সমূহ

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কর্মকালীন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকের পোষ্য হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের তালিকা (সংযুক্তি - ১)

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২(৩০) এ যোগ্য পোষ্য সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

শ্রম আইনের এই ধারা অনুসারে শ্রমিকের মৃত্যুর সময় তাঁর আয়ের উপর নির্ভরশীল সকল আত্মীয় গণকে সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে যারা পোষ্য হিসেবে গণ্য হবেন। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নিকট আত্মীয়গণ কে আর্থিক নির্ভরতা প্রমাণ করতে হয় না।

এ সংক্রান্ত সর্বশেষ বিস্তারিত পোষ্য বা নির্ভরশীলদের তালিকা (সংযুক্তি - ১) এবং পুস্তিকাটি ইআইএস পাইলট ওয়েবসাইট এর eis-pilot-bd.org লিংক থেকে অথবা নিচের কিউ আর কোড স্ক্যান করে ডাউনলোড করা যাবে।

দ্রষ্টব্য: ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রদত্ত পোষ্য সনাক্তকরণ/ওয়ারিশান সনদের (নিম্নে প্রদত্ত পূরণকৃত ফরমের) মাধ্যমে মৃত শ্রমিকের পরিবার কে তাঁদের নির্ভরশীলতা প্রমাণ করতে হবে।

(প্যাড এ প্রিন্ট দিতে হবে)

স্মারক নংঃ............. তারিখঃ ....

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ...(শ্রমিকের নাম)......, পিতাঃ ...., মাতাঃ .... তিনি গ্রামঃ ...., ওয়ার্ড নংঃ ...., ইউনিয়নঃ ...., ডাকঘরঃ ...., থানা/উপজেলাঃ .... জেলাঃ .... এর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ......(ফ্যাক্টরির নাম)-এ ....(পদবি)....হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিগত ......(মৃত্যুর তারিখ).....ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে ওয়ারিশান হিসেবে রেখে গেছেনঃ

ক্র:নং:	ওয়ারিশগণের নাম	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয় পত্র/ জন্ম নিবন্ধন নং	সম্পর্ক	বৈবাহিক অবস্থা	শ্রমিকের মৃত্যুর সময় তার আয়ের উপর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল (হ্যাঁ/না)	পেশা

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশানের ক্ষেত্রে অভিভাবকের তথ্য, এবং স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক্র:নং:	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশানের নাম	অভিভাবকের নাম	অভিভাবকের সাথে ওয়ারিশানের সম্পর্ক	অভিভাবকের স্বাক্ষর

উপরে উল্লিখিত ওয়ারিশানের নাম ও তাদের তথ্যাবলী এতদ্দ্বারা সত্যায়িত করা হলো।

চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর এর নাম,
স্বাক্ষর ও সীল

চিত্রঃ পোষ্য সনাক্তকরণ সনদের নমুনা

ফরম্যাটটি ডাউনলোড করতে, অনুগ্রহ করে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা এই লিঙ্ক (https://eis-pilot-bd.org/wp-content/uploads/2023/08/Succession-Certificate-Template.docx) এ ক্লিক করুন।

যে সকল ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাবে

- নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতি, যেমন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পোষ্যের মৃত্যু, নির্দিষ্ট পোষ্যগণের ক্ষেত্রে বিবাহ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পোষ্যদের নির্ভরশীলতা শেষ বা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- মনে রাখতে হবে যে ইআইএস পাইলট পোষ্যদের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে বার্ষিক হালনাগাদ তথ্য জানতে চাইবে। এ ব্যাপারে আরও বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ইআইএস পাইলট স্পেসাল ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের ফলে মৃত্যুর ক্ষেত্রে শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীলরা/ পোষ্যগণ কেন্দ্রীয় তহবিল এবং ইআইএস পাইলট থেকে যে সকল সুবিধা পাবেন

মৃত শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীলরা নিম্নলিখিত দুটি সুবিধা পাবেন:

১. কেন্দ্রীয় তহবিলের ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (বিধি. ২১৫)-মোতাবেক প্রদান করা হয়। শ্রম বিধিমালা অনুসারে যেকোনো ধরণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে **পোষ্যদের এককালীন** আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

২. উপরন্তু, ইআইএস পাইলটের অধীনে, কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অতিরিক্ত হিসেবে **মৃত শ্রমিকের সর্বশেষ মাসের মোট মজুরির (পৃষ্ঠা ৪)** একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হিসেবে ইআইএস পাইলটের কাছ থেকে মৃত শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীলরা মাসিক আর্থিক সুবিধা আকারে পাবেন। কেন্দ্রীয় তহবিল বা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সমন্বয়ের পরে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে এই সুবিধা প্রদান করা হবে।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলোকে বিবেচনা করে, নির্ভরশীলদের অবস্থা এবং তাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে মোট আর্থিক সুবিধা পরিবর্তিত হয়:

- সাধারণত: একজন বিধবা/বিপত্নীক এবং তাঁর যদি দুটি সন্তান থাকে তাহলে তাদের মোট মাসিক সুবিধার পরিমাণ মৃত শ্রমিকের সর্বশেষ মাসিক মোট মজুরির ৫০%। যদি শুধুমাত্র একজন বিধবা/বিপত্নীক অথবা অনাথ থাকে তবে মোট মাসিক সুবিধার পরিমাণ মৃত শ্রমিকের সর্বশেষ মাসের মোট মজুরির ৪০%।
- পিতামাতা এবং অন্যান্য নির্ভরশীলদের চেয়ে বিধবা/বিপত্নীক এবং এতিমদের অগ্রাধিকার বেশি রয়েছে। একাধিক যোগ্য নির্ভরশীলদের ক্ষেত্রে, মোট মাসিক সুবিধার পরিমাণ মৃত শ্রমিকের সর্বশেষ শেষ মাসিক মোট মজুরির ৬০% থেকে বেশি হবে না।

উপরে বর্ণিত নির্ভরশীলগণ ছাড়াও ইআইএস পাইলট এর মাসিক সুবিধা বণ্টন পদ্ধতি অনুসারে, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ উল্লেখিত অন্যান্য নির্ভরশীলগণ (বিধবা কন্যা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই, অবিবাহিত বিধবা বোন, বিধবা পুত্রবধু, দাদা/দাদী ইত্যাদি) নির্দিষ্ট হারে মাসিক সুবিধা পাবেন।

উদাহরণঃ

১) শাহারুল মিয়াঁ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সময় সর্বশেষ মোট মজুরি ছিল ৯,৭০০ টাকা। কেন্দ্রীয় তহবিলের আবেদন পত্রের সংযুক্তি আকারে আসা ওয়ারিশান সনদ অনুযায়ী তার আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, মৃত ব্যাক্তির স্ত্রী, দুই যমজ সন্তান এবং বাবা। ইআইএস পাইলটের মাসিক সুবিধা বণ্টন পদ্ধতি অনুযায়ী স্ত্রী ৪০%, প্রত্যেক সন্তান ৫% এবং বাবা ১০% হারে টাকা পাবেন। সবার মাসিক সুবিধা যোগ করলে মোট মাসিক সুবিধার হার দাঁড়াবে সর্বশেষ মোট মজুরির ৬০ শতাংশের সমান। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এককালীন প্রাপ্ত টাকার সাথে উপরে উল্লেখিত হারের মাসিক সুবিধার টাকা সমন্বয়ের ফলে মাসিক সুবিধার টাকার পরিমাণ কিছুটা কম দাঁড়াবে। এই হিসেবে, মৃত ব্যাক্তির বিধবা স্ত্রী ৩,৩৩০ টাকা, প্রত্যেক সন্তান ৪১৬ টাকা, এবং বাবা ৮৩২ টাকা মাসিক সুবিধা পাবেন।

২) মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, কর্মরত অবস্থায় আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান। মারা যাওয়ার সময় তার সর্বশেষ মোট মজুরী ছিল ১৪,০০৮ টাকা। যেহেতু তিনি অবিবাহিত ছিলেন তাই, কেন্দ্রীয় তহবিলের আবেদন পত্রের সংযুক্তি আকারে আসা ওয়ারিশান সনদ অনুযায়ী তার আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, মৃত ব্যাক্তির বাবা এবং তাঁর মা। ইআইএস পাইলটের মাসিক সুবিধা বণ্টন পদ্ধতি অনুসারে বাবা দুজনের পক্ষে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রতি মাসে ৪০% হারে মাসিক সুবিধা পাবেন। এক্ষেত্রে পরিবারে আর কোনো নির্ভরশীল সদস্য না থাকায়, কেন্দ্রীয় তহবিলের এক কালীন প্রদত্ত টাকার সাথে সমন্বয়ের পর তার বাবা প্রতি মাসে ৪,৮২৪ টাকা মাসিক সুবিধা পাবেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মৃত বাক্তির বাবা মারা গেলে মা এই মাসিক সুবিধাটি পাবেন।

আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এইচআর/ওয়েলফেয়ার অফিসার) যে সকল কাগজপত্র সরবরাহ করবেনঃ

কারখানার এইচআর বা ওয়েলফেয়ার অফিসার অথবা অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কারখানায় রক্ষিত শ্রমিকের নিয়োগ ও মজুরি সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সমস্ত নথির ব্যবস্থা করবেন। এ সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তালিকা নীচে প্রদান করা হল:

মৃত্যুজনিত আর্থিক সুবিধার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন হবে:

- মৃত্যুর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিলের পূরণকৃত আবেদন ফরম
- নিবন্ধিত চিকিৎসক/ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/হাসপাতাল বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মৃত্যু সনদ
- ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত মূল পোষ্য/ওয়ারিশান সনদে (ওয়ারিশান সনদে মৃত শ্রমিকের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, ওয়ারিশনের নাম, জন্ম তারিখ, পেশা, মৃত শ্রমিকের সাথে সম্পর্ক, মৃত শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীল কিনা, অপ্রাপ্তবয়স্ক সুবিধাভোগীর অভিভাবক) তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে
- যদি উপকারভোগী অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে অভিভাবকত্বের সনদ (এটি পোষ্য/ওয়ারিশান সনদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে)
- মৃত শ্রমিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি/জন্ম সনদের ফটোকপি (যদি জাতীয় পরিচয়পত্র কোনো কারণে না থাকে)
- মৃত শ্রমিকের ছবি
- মৃত শ্রমিকের নিয়োগপত্রের ফটোকপি
- মৃত শ্রমিকের কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি
- মৃত শ্রমিকের গত ছয় মাসের মাসিক মজুরি প্রদানের রশিদের ফটোকপি
- পোষ্য/ওয়ারিশানদের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদের ফটোকপি
- প্রত্যেক উপযুক্ত পোষ্য/ওয়ারিশানদের ছবি
- কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ (সনদে অবশ্যই শ্রমিকের নাম, যোগদানের তারিখ, পদবী, মোট মজুরি , দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সময় সহ তারিখ ও স্থান, দুর্ঘটনার ধরণ, কারখানার অভ্যন্তরে বা বাইরে দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা, দুর্ঘটনার সময় শ্রমিক কর্তব্যরত ছিলেন কিনা, সুবিধাভোগীর বিবরণ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক নির্ভরশীলদের অভিভাবক এর তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে)

  সনদের ফরম্যাট ডাউনলোড করতে, অনুগ্রহ করে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা এই লিঙ্ক (https://eis-pilot-bd.org/wp-content/uploads/2023/08/Factory-Certificate-Template.docx)-এ ক্লিক করুন
- কারখানার এ্যাসোসিয়েশন সদস্যপদ সনদ
- প্রতিটি সুবিধাভোগীর ব্ল্যাঙ্ক ব্যাংক চেকের ফটোকপি

অতিরিক্ত কাগজপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

- ইবিআইএমএস (এমপ্লয়ি বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) থেকে মৃত শ্রমিকের বায়োমেট্রিক তথ্য বিবরণ
- মৃত শ্রমিকের সার্ভিস বইয়ের ফটোকপি
- সাধারণ ডায়েরি (জিডি) বা এফআইআরের ফটোকপি
- পোস্টমর্টেম রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- মৃত শ্রমিকের হাজিরা পত্র

স্থায়ী অক্ষমতাজনিত (সম্পূর্ণ বা আংশিক) ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের স্থায়ী অক্ষমতা যেভাবে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করা হয়:

স্থায়ী অক্ষমতা হল, এমন পর্যায়ের অক্ষমতা যা কোনো শ্রমিককে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের পূর্বে সম্পাদন করতে পারতেন এমন কিছু বা সকল কাজ করার সক্ষমতা থেকে স্থায়ীভাবে অক্ষম করে তোলে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের তারিখের ১২ মাস পরে স্থায়ী অক্ষমতা চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে নিশ্চিত করা হয় এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (বিএলএ) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (বিএলআর) অনুসারে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী আয় প্রতিস্থাপনমূলক মাসিক সুবিধা বন্ধ হয়ে গেলেও স্থায়ী অক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়।

যদিও স্থায়ী অক্ষমতার মূল্যায়ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার তারিখের কয়েক মাস পরে করা হবে, শ্রমিক এবং কারখানাকে দুর্ঘটনার পরপরই কেন্দ্রীয় তহবিলের এককালীন ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে হবে। এ আবেদনটি থেকেই ইআইএস পাইলটের অধীনে অতিরিক্ত সুবিধার জন্য প্রক্রিয়াটিও শুরু করা হবে।

একবার ইআইএস পাইলটের গভর্ন্যান্স বোর্ডের সাব-কমিটি কর্তৃক এ সুবিধাটি অনুমোদিত হলে, বিএলএ অনুসারে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় অস্থায়ী আয় প্রতিস্থাপনমূলক সুবিধা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে এ সুবিধাটি প্রদান করা হবে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আঘাতের ফলে স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক কেন্দ্রীয় তহবিল এবং ইআইএস পাইলটের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যা পাবেন:

অক্ষম শ্রমিক নিম্নলিখিত দুটি সুবিধা পাবেন:

১. কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধা বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (বিধি ২১৫) মোতাবেক দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় তহবিল সাধারণত **অক্ষম শ্রমিককে সম্পূর্ণ স্থায়ী অক্ষমতার জন্য এককালীন** আর্থিক সুবিধা প্রদান করে। আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার জন্য, কেন্দ্রীয় তহবিল সাধারণত আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার শতাংশের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে শ্রম আইনের প্রথম তফসিলে উল্লেখিত হারে এককালীন সুবিধা প্রদান করে।

২. এছাড়াও, একজন সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিক তাঁর **সর্বশেষ মাসিক মোট (পৃষ্ঠা ৪) মজুরির ৬০ % এর সমান একটি মাসিক সুবিধা পাবেন যা কেন্দ্রীয় তহবিল বা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত** অর্থ সমন্বয়ের পরে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে প্রদান করা হবে ।

৩. আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে, মোট মাসিক সুবিধা আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার শতাংশ x প্রদেয় সর্বশেষ মাসিক মোট (পৃষ্ঠা ৪) মজুরির ৬০% এর সমান, এবং কেন্দ্রীয় তহবিল বা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সমন্বয়ের পরে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে এই সুবিধা প্রদান করা হবে।

ইআইএস পাইলট দ্বারা প্রদত্ত মাসিক সুবিধা যতদিন অক্ষমতা বিদ্যমান থাকবে ততদিন প্রদান করা হবে।

উদাহরণঃ জনাব আবুল কাসেম কারখানায় কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় আহত হন এবং একই হাতের দুটি আঙ্গুলের আঘাতজনিত বিচ্ছেদের কারণে আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার শিকার হন। এক্ষেত্রে শ্রম আইনের প্রথম তফসিলে উল্লেখিত হারে তার ২০ শতাংশ আংশিক স্থায়ী অক্ষমতা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এককালীন সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া, ইআইএস পাইলট থেকে মাসিক সুবিধা আকারে জনাব আবুল কাসেম কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। জনাব আবুল কাসেম এর আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার শতাংশ এর সাথে সর্বশেষ মাসিক মজুরীর ৬০% গুন করে প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক থেকে এককালীন টাকার একটি অংশ সমন্বয় করে মাসিক সুবিধার পরিমাণ হিসেব করা হবে। মনে করি তার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ১৫,০০০ টাকা, এক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত হিসেব অনুসারে তিনি মাসিক ভিত্তিতে ১,৬২৯.৮৬ টাকা পাবেন।

আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করার ক্ষেত্রে কারখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এইচআর/ওয়েলফেয়ার অফিসার) যে সব কাগজপত্র সরবরাহ করবেন:

আবেদন পত্রের সাথে কারখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থায়ীভাবে অক্ষম এবং সম্ভাব্য অক্ষমতা সৃষ্টিকারী দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সকল নথি সংযুক্ত করবেন। নীচে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

আর্থিক সুবিধার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে একজন অক্ষম শ্রমিকের নিম্নোক্ত কাগজপত্রের প্রয়োজন:

- অক্ষম শ্রমিকের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের পূরণকৃত আবেদন ফরম
- নিবন্ধিত চিকিৎসকের সনদ
- শ্রমিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি/জন্ম সনদের ফটোকপি (যদি জাতীয় পরিচয়পত্র কোনো কারণে না থাকে)
- শ্রমিকের ছবি
- শ্রমিকের নিয়োগপত্র
- কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি
- আহত/ ক্ষতিগ্রস্থ অঙ্গগুলোর রঙিন ছবি
- বিগত ছয় মাসের মজুরি প্রদানের রশিদের ফটোকপি
- কারখানা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ (শ্রমিকের নাম, যোগদানের তারিখ, মোট মজুরি, তারিখ, দুর্ঘটনা ও আঘাতের সময় এবং স্থান, দুর্ঘটনার ধরণ, আঘাত ও অক্ষমতার প্রকৃতি, কারখানার অভ্যন্তরে বা বাইরে দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনার সময় শ্রমিক কর্তব্যরত ছিলেন কিনা তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)

  সনদের ফরম্যাট ডাউনলোড করতে, অনুগ্রহ করে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা এই লিঙ্ক (https://eis-pilot-bd.org/wp-content/uploads/2023/08/Factory-Certificate-Template.docx)-এ ক্লিক করুন
- কারখানার বিজিএমইএ/বিকেএমইএ সদস্যপদ সনদের ফটোকপি
- ব্ল্যাঙ্ক ব্যাংক চেকের ফটোকপি

অতিরিক্ত কাগজপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

- ইবিআইএমএস থেকে শ্রমিকের বায়োমেট্রিক তথ্য বিবরণ
- শ্রমিকের সার্ভিস বইয়ের ফটোকপি
- সাধারণ ডায়েরি (জিডি) বা এফআইআরের ফটোকপি (প্রযোজ্য হলে)
- নিয়োগকর্তা কর্তৃক আঘাত/ অক্ষমতার বিবৃতি

ইআইএস পাইলট সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, ইআইএস পাইলট ওয়েবসাইট দেখুন (eis-pilot-bd.org) বা নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।